প্রধানমন্ত্রীরদপ্তর

নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা, আইন ও নিয়মনীতি অনুসরণ এবং পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী : বক্তব্য রাখলেন স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণের ১২৫তম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে
স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণের ১২৫তম বর্ষপূর্তি এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষ

Posted On: 12 SEP 2017 1:33PM by PIB Kolkata

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণের ১২৫তম বর্ষপূর্তি এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে আজ বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদী। সমাবেশের আয়োজন করা হয় রাজধানীর বিজ্ঞান ভবনে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, ১২৫ বছর আগে ঠিক এই দিনটিতেই ভারতের এক নবীন সন্ন্যাসী তাঁর কয়েকটি মাত্র কথায় বিশ্বকে জয় করে নিয়েছিলেন। ঐক্যের শক্তি কতখানি তা তিনি তুলে ধরে ছিলেন সমগ্র বিশ্বের সামনে। বর্তমানে এই দিনটি ৯/১১ নামে পরিচিত। কিন্তু ১৮৯৩-এর এই ৯/১১-র দিনটি ছিল ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সরব ও সোচ্চার হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কারণ,বিভিন্ন সামাজিক কুফল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘুণ ধরানোর চেষ্টা করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করে শ্রী মোদী বলেন, স্বামী জিমনে করতেন যে শুধুমাত্র আচার-আচরণের মধ্য দিয়েই কোন মানুষ ঐশ্বরিকতার সন্ধান পেতে পারেন না; তাঁর কাছে ‘জনসেবা’র অর্থ ছিল ‘প্রভু সেবা’।

কোনরকম উপদেশ বা বাণী প্রচারে স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাভাবনা রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপ্রচেষ্টার সূচনা করেছে।

ভারতকে পরিচ্ছন্ন করে তুলতে যাঁরা নিরন্তরভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন, তাঁদের কথা এদিন তাঁর ভাষণে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন যে এঁরাই হলেন ‘বন্দে মাতরম্’ মন্ত্রেরপ্রকৃত উত্তরসূরী। প্রধানমন্ত্রীর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিভিন্ন প্রচার অভিযানকালে ছাত্র সংগঠনগুলির উচিৎ স্বচ্ছতা বা পরিচ্ছন্নতা রক্ষার ওপর আরও বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া। তিনি বলেন, মহিলাদের প্রতি যাঁরা শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমপূর্ণ আচরণকরেন, শুধুমাত্র তাঁরাই স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের সূচনার সেই “আমেরিকার ভাই-বোনেরা” - কথাটির জন্য সত্যি সত্যিই গর্ব অনুভব করতে পারেন।

শ্রী মোদী বলেন, জামশেদজি টাটার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের চিঠিপত্রের যে আদান-প্রদান ঘটত,তার মধ্যেই ভারতের স্বনির্ভরতা সম্পর্কে স্বামীজির চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেত। স্বনির্ভরতা অর্জনের পথে জ্ঞান ও দক্ষতা যে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ,একথারও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

জনসাধারণের মতে, একুশ শতক হল এশিয়ার শতক - একথার উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ থেকে বহুবছর আগেই অভিন্ন এশিয়ার এক স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্ব সমস্যার সমাধান যে একমাত্র এশিয়ার হাত ধরেই সম্ভব, একথাও বলে গেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান হল বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচিৎ বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা ও সংস্কৃতি উদযাপনের জন্য বিভিন্ন দিনে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। কারণ, তার মাধ্যমে ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

শ্রী মোদী বলেন, ভারত বর্তমানে এক দ্রুত পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে । বিশ্ব মঞ্চে ভারতের এই ক্রমঃ উত্থানের পেছনে রয়েছে বলিষ্ঠ জনশক্তি। ছাত্রছাত্রীদের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “তোমরা আইন ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে চলো, দেখবে ভারতেরও উত্থান ঘটছে এক বিশ্ব নিয়ন্ত্রক রূপে।”

PG/SKD/DM/ ...

(Release ID: 1502474) Visitor Counter : 2

Background release reference

স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক শিকাগো ভাষণের ১২৫তম বর্ষপূর্তি এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম শত বার্ষিকী উপলক্ষ